বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২৪ জুন ২০২৫

Annual Report

July-2024 to June-2025

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫ খ্রীস্টাব্দ

প্রকাশ কাল :
শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
জুলাই ২০২৫ খ্রীস্টাব্দ

সম্পাদনায় :
মো. মতিউর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক।

তথ্য সংগ্রহে:
মো. আলমগীর হোসেন, মাইক্রোফিন্যান্স কো-অর্ডিনেটর।
মো. মমতাজুর রহমান, হেড অফ ট্রেনিং এন্ড প্রকিউরমেন্ট।
মো. মোকাররম হোসেন, হেড এ্যাডমিন এন্ড এইচআর, সিটিডাব্লিউ।
মি. কৃষ্ণ কান্ত রায়, হেড অফ ফাইন্যান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস, এমএফপি।
মো. জাহেনুর আলম, আইটি ম্যানেজার, এমএফপি।

প্রকাশনায় :
কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)
মনাথপুর, চাকলাবাজার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
পোষ্ট কোড : ৫২৫০,
মোবাইল : ০১৭১২-০৪১৯১৫, ০১৭২৭-০২৪০৩৪
ই-মেইল : ctwdinaj08@gmail.com
ওয়েব : https://cometowork.org

ইলাস্ট্রেশন :
মো. জাহেনুর আলম

ডিজাইন :
ছায়া কম্পিউটার
গণেশতলা, দিনাজপুর।
০১৭২৪৬৭৭৮২২
chayacomputer21@gmail.com

সূচীপত্র

কর্মসূচী সমূহ — পৃষ্ঠা

- কর্ম এলাকার মানচিত্র — ০১
- চেয়ারপার্সন ও নির্বাহী পরিচালকের বাণী — ০২
- সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো — ০৩
- সংস্থার পটভূমি — ০৪
- সংস্থার আইনগত বৈধতা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ — ০৫
- মানব উন্নয়নে মাইক্রোফিনান্স — ০৬
- মাইক্রোফিনান্স প্রোগ্রাম এর উদ্দেশ্য, কৌশলগত দিক — ০৭
- প্রোগ্রামের প্রধান কাজ — ০৮
- সিটিডিআরবি এর সঞ্চয় কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক — ০৯
- মানব জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব — ১০
- নারী ক্ষমতায়নে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম — ১১
- এক নজরে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম — ১২
- জাগরণ, অগ্রসর ও সুফলন ঋণ কার্যক্রম — ১৩
- বুনিয়াদ, এলআরএল, সিএমএসএমই ও গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম — ১৪
- সফল উদ্যোক্তা রওশন আরা বেগম — ১৫
- কৃষি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্স এর ভূমিকা — ১৬
- মৎস্য চাষে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম — ১৭
- লাইভস্টক এবং পোল্ট্রি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্স এর ভূমিকা — ১৮
- সদস্য কল্যাণ তহবিল — ১৯
- সিটিএল গ্রন্থাগার ও অটোমেশন কার্যক্রম — ২০
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও লেপ্রসি প্রজেক্ট — ২১
- দ্যা মিনিংফুল পার্টিসিপেশন এন্ড ইনক্লুশন অফ চিল্ড্রেন এ্যান্ড ইয়ুথ ডিজাবিলিটিস ইন অল ডোমেইন অফ সিবিআর — ২২
- কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) — ২৩
- Consolidated Statement of Financial Position — ২৪-২৫
- Consolidated Statement of Income & Expenditure — ২৬-২৭

বাংলাদেশ মানচিত্র

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্ম এলাকা

নীলফামারী জেলা।
(সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ ও নীলফামারী সদর উপজেলা)।

রংপুর জেলা।
(তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ উপজেলা)।

দিনাজপুর জেলা।
(পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, খানসামা, দিনাজপুর সদর ও ফুলবাড়ী উপজেলা)

বার্ষিক প্রতিবেদন

চেয়ারপার্সনের বাণী

প্রিয় সদস্যবৃন্দ, দাতা এবং অংশীদারগণ,

সংস্থার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত যে, আমরা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, যেখানে আমাদের সংস্থার কার্যক্রম, সাফল্য এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে।

গত বছর আমাদের সংস্থা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল সমাজের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। আমরা জানি, দারিদ্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য আমাদের সমাজের প্রধান চ্যালেঞ্জ, আমরা এই বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা প্রায় লক্ষাধিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির দিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদের ঋণ প্রদান করেছি, যা তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছি।

এছাড়াও, আমরা বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করেছি, যা আমাদের কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসু করেছে। আমি আমাদের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং দাতা সংস্থাগুলোর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমাদের মিশনকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছেন।

আমরা বিশ্বাস করি, একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমরা একটি অধিকতর সমৃদ্ধ, সমান ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারব। আগামী বছরের জন্য আমাদের লক্ষ্য আরো বড় এবং চ্যালেঞ্জিং। আমি নিশ্চিত যে, আমরা একসঙ্গে এই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব।

আমাদের এই যাত্রায় আপনাদের সহযোগিতা এবং সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

ধন্যবাদ।

মোঃ মাহফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

প্রিয় সদস্যবৃন্দ, দাতা ও অংশীদারবৃন্দ,

সবার প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিবাদন। আমরা আজ একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষী, যেখানে আমাদের সংস্থা বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের মধ্য দিয়ে একটি নতুন উদ্যমে অগ্রসর হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমাদের যাত্রা ছিল অসাধারণ, আমাদের সাফল্যের পিছনে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাদের অবদান অসামান্য।

আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম যে, আমাদের লক্ষ্যমাত্রার জনগণের জীবনমান উন্নত করতে এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা অনেক বেশি মানুষকে সরাসরি সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে। নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আমরা তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িয়েছি।

আমরা জানি, আমাদের কাজ এখানেই শেষ হয় না। আগামী বছরগুলিতে আমরা আরও বেশি মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং নতুন প্রকল্পের সূচনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য হল দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়ন।

এত বড় পরিসরে আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে, আমরা দাতা সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং সমাজের অন্যান্য অংশীদারদের সমর্থন পেয়েছি। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এই সাফল্য সম্ভব হতো না।

আমি আমাদের সদস্যবৃন্দ, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা যারা এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

আসুন, আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করি এবং একসাথে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।

ধন্যবাদ।

মোঃ মতিউর রহমান
নির্বাহী পরিচালক।

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

Particular	
Number	
General Committee Member	21
Executive Committee	07/21
Executive Director	01
Coordinator (Micro Finance)	01
Head of Training & Procurement	01
Head of Admin & HR	01
Head of Finance & Accounts	01
Area Manager	03
IT Manager	01
Auditor	01
Program Officer	01
Asst. Auditor	02

Particular	
Number	
PC	01
A/C & Admin	01
Trainer	01
CBR Officer	04
CBR Facilitator	04
Community Intern	08
ABM	13
MFO	55
Accounts Asst.	01
OA/ACO	01
G.C.A.Driver	04

* AM = Area Manager.
* ACO= Assistant Computer Operator.
* ABM= Assistant Branch Manager
* A/C= Assistant Accountant.
* A = Ayah.
* BM= Branch Manager
* B. A/C= Branch Accountant.
* C = Cook .
* CEP= Child Empowerment Program.
* FS = Field Supervisor.
* G = Guard.
* IT = Information Technology
* MFP= Micro Finance Program.
* MFO= Micro Finance Officer.
* MFC= Coordinator (Micro Finance)
* OA= Office Assistant.
* O = Officer.
* PC= Project Co-ordinator.
* PO = Program Officer.
* SO = Senior Officer.
* SDP= Social Development Program.
* VRP= Village Recourse Person.

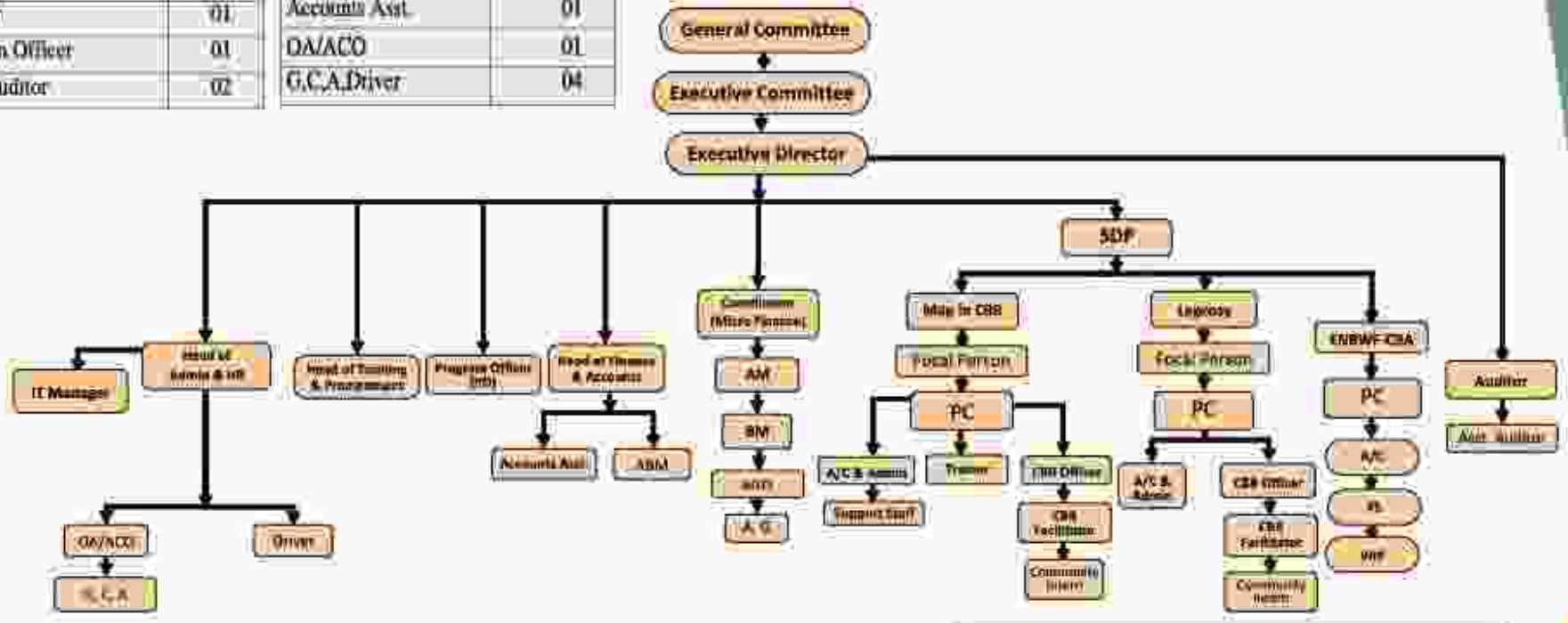

সংশোধিত Organogram তি অদ্য ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ ৮ম কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৪৩তম অধিবেশনের বিবিধ বিষয়ের সিদ্ধান্তানুযায়ী অনুমোদন করা হয়।

" Total Number of Staff & Volunteer Come to Work (CTW): 150.

সংস্থার পটভূমি
Background of Organization

পটভূমি:

উন্নয়ন সহযোগী একটি স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৩ সালের ৫ জানুয়ারী, বুধবার এক ঐতিহাসিক সোনাঝরা রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের সকালে পার্বতীপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ২ নম্বর মন্মথপুর ইউনিয়নে এর খোড়াখাই মৌজার চাকলাবাজার নামক স্থানে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশের অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংস্থাটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে স্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করা সেই সঙ্গে দারিদ্র্যমুক্ত, শিক্ষিত, সচেতন ও টেকসই সমাজ গড়ে তোলা – যেখানে প্রত্যেক মানুষ মর্যাদা ও সমতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারাই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

প্রেক্ষাপট ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

১৯৮৩ সালে একদল সমাজসচেতন তরুণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান "কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি একটি অলাভজনক, অ-সরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। আত্মপ্রকাশ লাভের পর থেকে এইসব অতি উৎসাহী শিক্ষিত যুবক, সমাজ হিতৈষী এবং সমাজসেবকগণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিবেদিত থাকে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সংস্থাটি বিশ্বাস করে – টেকসই উন্নয়ন সম্ভব শুধুমাত্র তখনই, যখন মানুষ নিজের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের অবহেলিত অঞ্চলে শিক্ষা- স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধীরে ধীরে একটি নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা:

আজ থেকে চার দশক আগে অত্র অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বেশ নাজুক ছিল। এতদাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ভূমিহীন, নিরক্ষর, অসহায় ও সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে অসচেতন এরূপ সহায়হীন সর্বোপরি খেটে খাওয়া গ্রামীণ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং শহরতলীর বস্তিবাসী মানুষদের সংগঠিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ শুরু করে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)। সংস্থাটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মূলধারা এবং আদিবাসীদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রমমুখী ও অধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক ও বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব ভিত্তিক উদ্যোগ সৃষ্টি করা সিটিডাব্লিউ'র মূল লক্ষ্য। কাম টু ওয়ার্ক তার গৃহীত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নকালে বৃহৎ পরিসরে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণকারী সরকারী, এনজিও, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে সাথে নিয়ে কাজ করে আসছে।

অর্জন ও সাফল্য

গত তিন দশকের অধিক সময় সংস্থাটি ৩টি জেলার দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় এনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ অবদান এবং মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে সফলতা অর্জন করেছে।

আইনগত বৈধতা

Legal Status of Come to Work (CTW)

কাম টু ওয়ার্ক এর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের নিম্নোক্ত নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, বৈদেশিক সহায়তা সম্পর্কিত-১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, বাংলাদেশ ফার্ম সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।

প্যাডর-২০১২ খ্রীষ্টাব্দ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন-২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)র লক্ষ্যঃ

Goals of Come to Work (CTW)

অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়ায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক টেকসই উন্নয়ন।

কাম টু ওয়ার্ক এর উদ্দেশ্যসমূহঃ

Come to Work (CTW) Objectives

- সাংগঠনিক কাঠামো উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জন।
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ত্বরান্বিতকরণ ও মান বৃদ্ধি।
- পরিকল্পিত পরিবার ও সুস্থ জীবন গঠনে সহায়তা।
- পরিবেশ বান্ধব বনায়ন ও কৃষি খামার গড়ে তোলা।
- নারী-শিশু অধিকার সুরক্ষা ও জেন্ডার সমতা সৃষ্টি।
- দুর্যোগ মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।
- প্রতিবন্ধীদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

কাম টু ওয়ার্ক এর মূল্যবোধসমূহ

Come to Work (CTW) Core Values

- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি আত্মবিশ্বাসী।
- সু-সংগঠিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।
- নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মানবিক আচরণ
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ক্ষমতায়ন।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
- বিশ্বাসের ভিত্তিতে মতামত।
- বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ।
- স্বাধীনতার জন্য বাস্তবধর্মী সেবা।
- দুঃস্থদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

মানব উন্নয়নে মাইক্রোফিন্যান্স

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম বা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হলো একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল যা দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। এই পরিসেবাগুলি সাধারণত ঐতিহ্যগত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মাধ্যমে পাওয়া যায় না, কারণ এই জনগোষ্ঠীর কাছে জামানত দেওয়ার মতো সম্পদ থাকে না। এই সকল মানুষকে নিয়ে ছোট আকারের ঋণ, সঞ্চয় এবং বীমা পরিষেবা সরবরাহ করা হয়। এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য হলো তাদের স্বনির্ভর হতে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করা। বিশেষ করে মহিলাদের, ছোট ব্যবসা বা আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম বা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম, বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। প্রোগ্রামের প্রধান গুরুত্বগুলি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. দারিদ্র্য দূরীকরণ:

মাইক্রোফিন্যান্স দরিদ্র পরিবারগুলিকে আয়বর্ধক কার্যক্রম যেমন ছোট ব্যবসা, পশুপালন বা কৃষি উদ্যোগ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে। এর ফলে তাদের আয় বাড়ে এবং তারা দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে উঠে আসতে পারে।

২. নারীর ক্ষমতায়ন:

বেশিরভাগ মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হলেন নারীরা। নারীদের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছানোর ফলে পরিবারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ে, যা সামগ্রিক লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা ছোট ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণ করতে পারেন, যা শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই নয়, বরং অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকারত্ব কমাতে সাহায্য করে।

৪. আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (Financial Inclusion):

এই প্রোগ্রামগুলি সেইসব দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসে যাদের ঐতিহ্যগত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি পরিষেবা দেয় না। এটি তাদের আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার অংশ করে তোলে।

৫. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:

আয় বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র পরিবারগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির মতো মৌলিক চাহিদাগুলি আরও ভালোভাবে পূরণ করতে পারে, যা তাদের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মান উন্নত করে।

৬. দুর্যোগ মোকাবিলা ও স্থিতিশীলতা:

মাইক্রোফিন্যান্স সঞ্চয় এবং বীমা পরিষেবাও সরবরাহ করে। এটি দরিদ্র পরিবারগুলিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অসুস্থতা বা ফসলের ক্ষতির মতো অপ্রত্যাশিত ধাক্কাগুলি মোকাবিলা করার জন্য একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করতে সাহায্য করে। এর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি করা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্যের চক্র ভেঙে বের হয়ে আসতে সাহায্য করা। সংক্ষেপে, মাইক্রোফিন্যান্স দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড শক্তিশালী করে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

Microfinance Program Objectives

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর উদ্দেশ্যগুলি মূলত দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসার এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন ও ডিজিটাল বিভাজনের মতো নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দিকে লক্ষ্য রাখে। শুধুমাত্র ঋণ নয়, বরং সঞ্চয়, বীমা, এবং অর্থপ্রেরণের (Remittance) মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পরিষেবাগুলিকেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য করে তোলা। মোবাইল ব্যাংকিং, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম এবং ফিনটেক (FinTech) সমাধানগুলিকে মাইক্রোফিন্যান্সের সাথে যুক্ত করে পরিষেবাগুলিকে আরও দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং স্বচ্ছ করা। দারিদ্র্য দূরীকরণ (SDG 1), লিঙ্গ সমতা (SDG 5), এবং শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (SDG 8) অর্জনে সরাসরি অবদান রাখা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের সহায়তা করার জন্য সবুজ মাইক্রোফিন্যান্স পণ্য (যেমন, সোলার হোম সিস্টেম বা জলবায়ু-সহনশীল কৃষির জন্য ঋণ) চালু করা। শুধুমাত্র মূলধন সরবরাহ না করে, বরং দক্ষতা প্রশিক্ষণ, বাজার সংযোগ স্থাপন এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ঋণগ্রহীতাদের অতিরিক্ত ঋণের বোঝা থেকে রক্ষা করা এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নৈতিক মান বজায় রাখা। ভবিষ্যতে, মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র ঋণদাতা হিসেবে নয়, বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করতে চায়।

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে দেওয়া হলো-

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিক সঞ্চয় জমার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।
- স্বল্প সুযোগভোগী লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অব্যাহত ঋণ সুবিধা প্রদান।
- ঋণ দাদনকারী/মহাজনদের উপর দরিদ্রদের নির্ভরতা কমানো।
- দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন করা।
- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান।
- সংস্থার আয় প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রোগ্রামকে স্থায়িত্বশীল করা।

প্রোগ্রামের কৌশলগত দিকসমূহ

Microfinance Program Strategies

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকগুলি হলো সেই মূল নীতি ও পদ্ধতিগুলি, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিষ্ঠানগুলি (MFI) তাদের লক্ষ্য অর্জন করবে-অর্থাৎ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতায়ন করবে এবং একই সাথে আর্থিকভাবে টেকসই থাকবে।

এই কর্মসূচীগুলির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকগুলি নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১. আর্থিক স্থায়িত্ব এবং পরিচালনাগত দক্ষতা এটি মাইক্রোফিন্যান্সের সবচেয়ে মৌলিক কৌশল। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মতো শুধুমাত্র অনুদানের ওপর নির্ভর না করে, নিজেদের আয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান চালানোর সক্ষমতা অর্জন করা অপরিহার্য। কার্যকর সুদের হার নির্ধারণ করা যা পরিচালনা ব্যয় (অফিস খরচ, বেতন) এবং মূলধনের খরচ মেটাতে পারে, পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী টিকে থাকাও নিশ্চিত করে। খরচ কমাতে ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায় প্রক্রিয়া ডিজিটাল করা হয়।

২. গ্রাহক সুরক্ষা এবং নৈতিক আচরণ মাইক্রোফিন্যান্সের মূল লক্ষ্য দরিদ্রদের সহায়তা করা, শোষণ করা নয়। তাই গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিক। ঋণের শর্তাবলী, সুদের হার এবং সব ধরনের ফি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখা। গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত ঋণের বোঝা চাপানো এড়াতে নীতিমালা অনুসরণ করা এবং ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের হয়রানি বা অনৈতিক আচরণ থেকে বিরত থাকা।

৩. ডিজিটাল রূপান্তর এবং ফিনটেক গ্রহণ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং বৃহৎ পরিসরে পরিষেবা পৌঁছানো সম্ভব। এটি আধুনিক মাইক্রোফিন্যান্সের একটি প্রধান চালিকাশক্তি। যেমন: মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সহজে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। এতে সময় বাঁচে এবং পরিচালনা খরচ কমে যায়।

৪. সামাজিক লক্ষ্য মুনাফা অর্জন করলেও মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করা। নিয়মিতভাবে কর্মসূচীর প্রভাব মূল্যায়ন করা-যেমন, ঋণগ্রহীতাদের আয়ের স্তর কতটা বাড়ল, জীবনযাত্রার মান উন্নত হলো কিনা, নারী ক্ষমতায়ন কতটা হলো এবং সেই অনুযায়ী কৌশল পরিবর্তন করা।

প্রোগ্রামের প্রধান কাজ

সমিতি গঠন

সমিতি গঠন বলতে বোঝানো হয় একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্য নিয়ে কিছু সদস্যের সমন্বয়ে একটি সংগঠন বা দল প্রতিষ্ঠা করা। সমিতি গঠন করা হয় সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, যেখানে সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য। প্রথমে, সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, একটি সঞ্চয় সমিতি গঠন করতে পারেন যেখানে সদস্যরা নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করবে এবং প্রয়োজনমতো ঋণ পাবে। অথবা একটি সমাজসেবা বা শিক্ষা সম্পর্কিত সমিতি গঠন করা যেতে পারে যা সমাজের নির্দিষ্ট একটি সমস্যার সমাধান করবে। সমিতির সদস্য সংগ্রহ করতে হবে, যারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করবে। সাধারণত সমিতির সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় এবং নতুন সদস্য যোগ করার প্রক্রিয়া এবং যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। সদস্যরা সমিতির কাজের জন্য একটি নিয়মিত অবদান রাখতে পারে যেমন সঞ্চয় সংগ্রহ ও দলের সুস্থলা। সমিতির জন্য একটি নাম নির্বাচন করতে হবে এবং এর জন্য একটি আইন তৈরি করতে হবে।

এই আইনের ভিত্তিতে সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য, সমিতির কার্যপ্রণালী, সভা পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। সমিতি পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি বা পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করতে হবে। এই কমিটিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি প্রধান পদ থাকবে। এই কমিটি সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সমিতির আর্থিক কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। একটি গ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে একটি ঋণদান সমিতি গঠন করা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যেক সদস্য মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেবে এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করবে। এই সমিতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করতে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে। সমিতি গঠন একটি শক্তিশালী উপায় যাতে মানুষ একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে একযোগে কাজ করতে পারে। সমিতি গঠনের মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে।

সিটিডাব্লিউ এর সঞ্চয় কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক হলো-

- নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সঞ্চয়
- মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় (এলটিডিএস)

নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সঞ্চয়

সমিতিভুক্ত সকল সদস্যগণ নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় করে থাকেন। ঋণী সদস্যদের অবশ্যই ঋণ গ্রহনের পূর্বে নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করা বাধ্যতামূলক। ঋণী ছাড়া সঞ্চয়ী সদস্যগণকেও নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করতে হয়। সদস্যদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সর্বনিম্ন হার বুনিয়াদ, জাগরণ এবং অগ্রসর কম্পোনেন্টে =১০০/- থেকে ৫০০/- টাকা। মাসিক কিস্তি প্রদানের সাথে অবশ্যই মাসিকভাবে নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করতে হয়। সদস্যদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মাসিক সঞ্চয়ের সর্বনিম্ন হার অগ্রসর কম্পোনেন্টে = ৫০০/- টাকা। যা সদস্যওয়ারী আদায় করে ব্যক্তিগত পাশবইয়ে পোষ্টিং দেয়া হয়। প্রতিদিন সদস্যদের নিকট থেকে আদায়কৃত সঞ্চয় যথা নিয়মে ব্যাংকে জমা করা হয়। প্রতি বছর জুন মাসের শেষে এমআরএ'র বিধিমালা অনুযায়ী জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর সর্বোচ্চ ৬% লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, যা যথানিয়মে সদস্যদের পাশ বইয়ে তুলে দেয়া হয়। কোন সদস্য প্রয়োজন হলে নিয়মানুযায়ী তার সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারেন।

মাসিক মেয়াদী সঞ্চয়-(এলটিডিএস)

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্মএলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। তাইতো সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয়ের পাশাপাশি সদস্যদের ভবিষ্যত জীবনে উন্নয়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত মেয়াদের ভিত্তিতে অত্র সংস্থা এলটিডিএস বা মেয়াদী সঞ্চয় সংগ্রহ করে। সঞ্চয়ী এবং ঋণ গ্রহনকারী উভয় সদস্যদের জন্য মাসিক ১০০/- টাকা থেকে ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মেয়াদী সঞ্চয় জমার ব্যবস্থা রয়েছে। সদস্যদের সামর্থ অনুযায়ী এটি যে কোন সময়ে, যে কোন পরিমান টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদে জমা করা যায়। সর্বনিম্ন ৩ বছর থেকে ১০ বছর মেয়াদী এই সঞ্চয় জমা করা হয়ে থাকে। জমাকৃত সঞ্চয়ে নির্ধারিত হারে মেয়াদ শেষে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকা উত্তোলন করা যাবে। জুন/২৫ইং পর্যন্ত মেয়াদী আমানতকারী সদস্য সংখ্যা ১০,৯৭৪ জন এবং বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯.৪৯ মিলিয়ন টাকা।

সঞ্চয় কার্যক্রমটি সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে মূলতঃ টার্গেট গ্রুপ সদস্যদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে। তা হলো-

- সদস্যদের সঞ্চয় তহবিলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান।
- প্রতিযোগিতামূলক রেট যথাযথভাবে বছর শেষে সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান।
- স্বল্প পরিমানে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং একক্কালীন সঞ্চয় জমার সুযোগ প্রদান।
- যে কোন সময় চাহিদানুযায়ী সঞ্চয় উত্তোলনে সুযোগ দেয়া।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা।
- সদস্যর উপস্থিতিতে সঞ্চয় আদায়।
- নিয়মিত নির্ধারিত হারে/পরিমানে সঞ্চয় আদায়।
- সঞ্চয় হিসাবের নিয়মকানুন এবং লাভের/সুদের পরিমাণ ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া।

Year Wise Savings Balance

BDT in Million

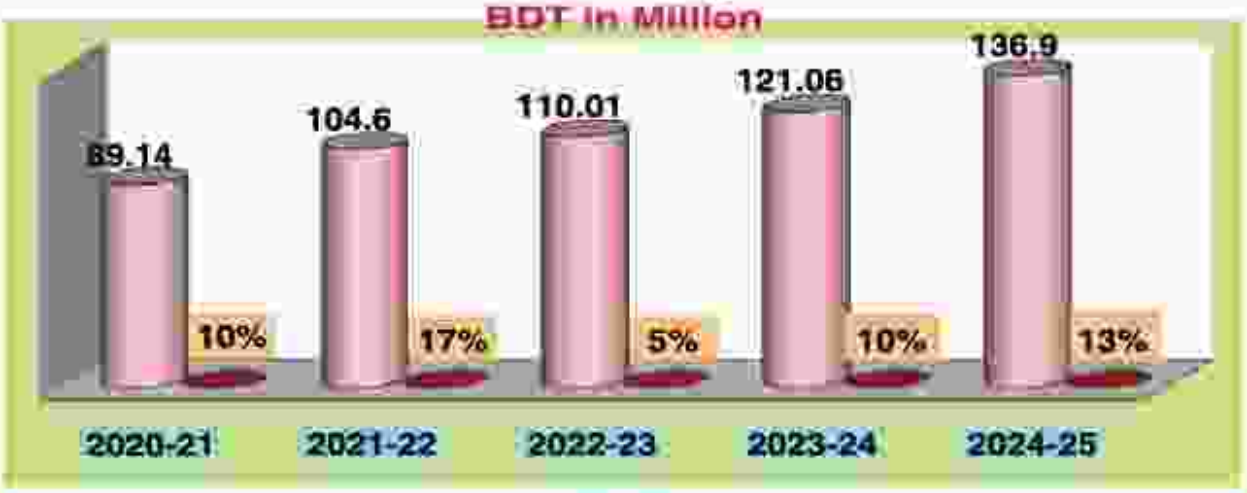

মানব জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব

মানব জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা প্রদান করে। সঞ্চয় ব্যক্তি বা পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে সহায়ক হয়। নিম্নে সঞ্চয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. আর্থিক নিরাপত্তা

সঞ্চয় আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে, যেমন হঠাৎ অসুস্থতা, চাকরি হারানো বা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত খরচের সময় সঞ্চয় একটি সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে এবং অপ্রত্যাশিত খরচ সামাল দিতে সাহায্য করে।

২. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সঞ্চয়ের মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারে। শিক্ষা, বাড়ি কেনা, ব্যবসা শুরু করা, বিয়ে, বা অবসর গ্রহণের মতো বড় লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে সঞ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চিত অর্থ ভবিষ্যতের উন্নতির পথে বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. আর্থিক স্বাধীনতা

সঞ্চয় ব্যক্তিকে আর্থিকভাবে স্বাধীন করে তোলে। ধার বা ঋণের উপর নির্ভর না করে মানুষ নিজস্ব সঞ্চয় থেকে খরচ করতে পারে। এটি ঋণের চাপ কমায় এবং ব্যক্তিকে নিজের জীবনকে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

৪. ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষমতা

জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি যেমন অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি রয়েছে। সঞ্চয় এই ধরনের ঝুঁকির সময় সহায়ক হতে পারে এবং মানুষকে এসব পরিস্থিতি থেকে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়।

৫. বিনিয়োগের সুযোগ

সঞ্চয়ের মাধ্যমে মানুষ বিনিয়োগের সুযোগ পায়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, শেয়ার মার্কেট, স্থাবর সম্পত্তি বা অন্যান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয়কে আরও বাড়ানো যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে আয় বাড়াতে সহায়ক হয়।

৬. ঋণের চাপ থেকে মুক্তি

যারা নিয়মিত সঞ্চয় করে, তাদের ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন কম থাকে। হঠাৎ কোনো বড় খরচের জন্য ঋণের উপর নির্ভর করতে হয় না, কারণ সঞ্চয় থেকেই সেই খরচ সামাল দেওয়া যায়। ঋণমুক্ত থাকার ফলে সুদের চাপ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৭. জীবনের মান উন্নয়ন

সঞ্চয়ের ফলে মানুষকে তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করে। ভবিষ্যতে আর্থিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া সহজ হয়, এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বড় খরচের জন্য চিন্তামুক্ত থাকা যায়। এটি দীর্ঘমেয়াদী মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে।

৮. অবসর জীবনের জন্য প্রস্তুতি

অবসর জীবনে নিয়মিত আয়ের উৎস কমে যায়। সঞ্চয় এই সময়ে একটি নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যা অবসরকালীন জীবনে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে। ফলে অবসরকালে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ করা সহজ হয়।

৯. জরুরি অবস্থায় সহায়ক

সঞ্চয় জরুরি অবস্থায় যেমন চিকিৎসা ব্যয়, সন্তানদের পড়াশোনা বা বাড়ির মেরামত ইত্যাদির জন্য সহায়ক হয়। যখন হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সঞ্চয় কাজে আসে এবং অন্য কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।

১০. পরিবারের জন্য সুরক্ষা

সঞ্চয় কেবল ব্যক্তি নয়, পরিবারের সুরক্ষার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তির সঞ্চয় তার পরিবারের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন আর্থিক ঝুঁকি থেকে তাদের রক্ষা করে।

সঞ্চয় একটি অর্থনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। এটি ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে এবং আর্থিক স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিয়মিতভাবে তা বজায় রাখা জীবনের উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য।

নারীর ক্ষমতায়নে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম

নারীর ক্ষমতায়নে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রোগ্রামগুলো দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে এবং তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ, সঞ্চয়, এবং বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে, মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়ক হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের ভূমিকা:

১. **আর্থিক স্বাধীনতা**

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারীরা ঋণ গ্রহণ করে ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারে। এটি তাদের নিজেদের আয় সৃষ্টির সুযোগ দেয়, যা তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলে। প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নারীদের প্রায়ই ঋণ পাওয়া কঠিন হয়, তাই মাইক্রোফিন্যান্স তাদের জন্য একটি সহজ মাধ্যম হয়ে ওঠে।

২. **উদ্যোক্তা সৃষ্টি**

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম নারীদের উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা ঋণের টাকা দিয়ে ছোট ব্যবসা যেমন হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র খামার, সেলাই বা দোকান পরিচালনা করতে পারে। এর ফলে তাদের পরিবারের আয় বাড়ে এবং আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জিত হয়।

৩. **সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ**

নারীরা যখন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়, তখন তারা পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। মাইক্রোফিন্যান্সের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীদেরকে তাদের পরিবারে এবং সমাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে।

৪. **নারীর সামাজিক অবস্থানের উন্নতি**

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যখন নারীরা তাদের আয়ের মাধ্যমে পরিবারকে সহায়তা করে, তখন তাদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, এবং তারা সমাজে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা**

নারীরা মাইক্রোফিন্যান্সের ঋণ ব্যবহার করে তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারে এবং পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ এবং পরিবারের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

৬. **দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা**

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম নারীদের আয় বাড়িয়ে দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করে। নারীরা নিজেদের আয় বাড়াতে পারলে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে, এবং এর মাধ্যমে তারা দারিদ্রের চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে।

৭. **নারীর স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি**

যখন একজন নারী নিজের ব্যবসা পরিচালনা করে এবং আয় উপার্জন করে, তখন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম নারীদের স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সাহায্য করে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকের ঋণের একটি বড় অংশই গ্রামীণ নারীদের দেয়া হয়, যারা সেই ঋণ ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসা শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। এভাবে তারা তাদের পরিবারের উন্নয়ন এবং সমাজের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পেরেছে। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম নারীদের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা তাদের আর্থিক স্বাধীনতা, সামাজিক অবস্থান, এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ প্রদান করে। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব এবং মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম এই প্রক্রিয়ায় একটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের তহবিল উৎস ও বর্তমান অবস্থা -জুন, ২০২৫ইং

এক নজরে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম (এমএফপি)'র তহবিল উৎস ও বর্তমান অবস্থা -জুন, ২০২৫ইং

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ২০১০ইং সাল থেকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় ১৩টি ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী মোট ৩টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ'র কাছ থেকে জাগরণ খাতে ৪৫,০০০,০০০/- টাকা, অগ্রসর খাতে ৩০,০০০,০০০/- টাকা, বুনিয়াদ খাতে ৫০,০০,০০০/- টাকা, সুফলন খাতে ১২৫,০০,০০০/- টাকা, অর্থবছরে সর্বমোট ৯২,৫০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) হতে এ যাবৎ মোট ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে ৫৫০,৫০০,০০০/-টাকা এবং পরিশোধ করা হয়েছে ৩৯৭,০৮৩,৩৩৫/- টাকা এবং পিকেএসএফ'র বর্তমান স্থিতি ১৫৩,৪১৬,৬৬৫/- টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে চলতি অর্থবছরে ১০,০০০,০০০ টাকা গ্রহন করা হয়। এযাবৎ ২০,০০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করা হয় এবং এযাবৎ পরিশোধ করা হয় ১২,১৪২,৮৫৫/-টাকা, বিএনএফ এর পাওনা ৭,৮৫৭,১৪৫/- টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ফান্ড হতে ২০০টি বাড়ী নির্মানের জন্য ২.৬০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর হয়, এর মধ্যে ৫০টি বাড়ী নির্মাণের জন্য ৬,৫০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করা হয়। চলতি বছরে আরও ৩৯টি বাড়ীর-৯,৭৫০,০০০ টাকা ফান্ড পাওয়া যায় এবং এযাবৎ পরিশোধ করা হয় ৩,৯০০,০০০/- টাকা, বর্তমানে স্থিতি ১২,৩৫০,০০০/- টাকা।

অর্থবছরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র কর্মএলাকার ৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৭২,০০০/-টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম হতে ১০ জন শিক্ষার্থীকে ৫,০০০/- টাকা করে মোট = ৫০,০০০ এবং চিকিৎসা বাবদ একজন ব্যক্তিকে ৫,০০০ টাকা সর্বমোট সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয় ৫৫,০০০/- টাকা।

জুন, ২০২৫ শেষে ৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে ৩টি জেলা, ১২টি উপজেলা, ৭২টি ইউনিয়ন, ৩৮৩টি গ্রাম, ৩টি এরিয়া অফিসের মাধ্যমে ১৩টি ব্রাঞ্চ অফিসে ৯৭০টি সমিতি, ১৮,৫০৬ জন সদস্য, ১৫,৮৫৪ জন ঋণী সদস্য নিয়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২৪-২০২৫ শেষে সংস্থার সর্বমোট ঋণস্থিতি (আসল) = ৪৯১,৫২৬,১১০/- টাকা ও সঞ্চয় স্থিতি সর্বমোট ১৩৬,৯০৬,৩৪৪/- টাকা এবং আদায়ের হার ৯৪.৫৫%।

Component wise Credit Status

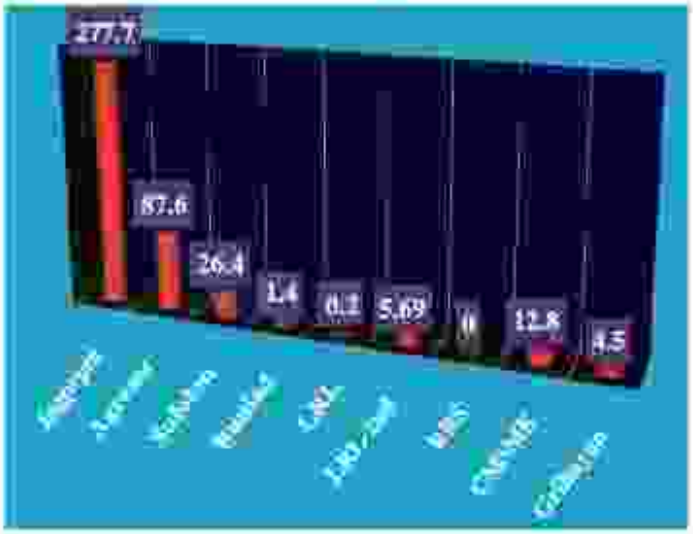

জাগরণ ঋণ কার্যক্রম

"জাগরণ ঋণ কার্যক্রম" হলো পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)-এর একটি প্রধান ঋণ কর্মসূচি, যার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার-ভিত্তিক উদ্যোগের বিকাশ ঘটানো এবং স্বনির্ভরতা তৈরি করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ আয়বর্ধক বিভিন্ন কার্যক্রমে (যেমন: ক্ষুদ্র ব্যবসা, পশুপালন, মাছ চাষ ইত্যাদি) বিনিয়োগের জন্য ঋণ পান। এই ঋণের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের নিজস্ব আবাদি জমি ৫০ শতাংশের কম, এবং শহরের দরিদ্র বাসিন্দারা কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র মাধ্যমে সাধারণত সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬৯,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এই ঋণের অর্থ মূলত বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে: ক্ষুদ্র ব্যবসা, ছাগল, গাভী বা পোল্ট্রি পালন বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ ও মৎস্য চাষ। সাধারণত এক বছরের জন্য ঋণ দেওয়া হয় এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে (মোট ৪৬ কিস্তি) পরিশোধ করতে হয়, সাথে প্রায় ১৫ দিনের গ্রেস পিরিয়ড বা সময় অবকাশ থাকে। এই কার্যক্রমের একটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব তৈরি এবং দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। জুন'২৫ অর্থ বছর শেষে মাঠ পর্যায়ে জাগরণ ঋণের স্থিতি প্রায় ৩১,৭০ কোটি টাকা।

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহৎ ঋণ কর্মসূচি, যা মূলত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

জাগরণ ঋণ কর্মসূচির আওতায় সাধারণত দরিদ্র পরিবারগুলিকে ছোট আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, কিন্তু অগ্রসর কর্মসূচির লক্ষ্য হলো সেইসব সদস্যদের আরও বড় উদ্যোগে সহায়তা করা, যারা ইতোমধ্যে সফলভাবে ছোট ব্যবসা পরিচালনা করছেন বা বড় আকারের কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করতে চান। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (Micro-Enterprise) বিকাশ ঘটানো, যার মাধ্যমে দেশে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) মাঝারি ধরনের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম চালু রেখেছে। জাগরণ ঋণের চেয়ে অগ্রসর ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি। একজন ব্যক্তি উদ্যোক্তা এই কর্মসূচির আওতায় সাধারণত সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। এই ঋণের অর্থ বিভিন্ন ধরনের লাভজনক ও বাণিজ্যিক উদ্যোগে ব্যবহার করা হয়, যেমন: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (দোকান, ট্রেডিং), পশুপালন (গাভী, ছাগল পালন), মৎস্য চাষ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন জুন'২৫ অর্থ বছর শেষে মাঠ পর্যায়ে অগ্রসর ঋণের স্থিতি প্রায় ১০,৯২ কোটি টাকা।

সুফলন ঋণ

সুফল ঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোফিন্যান্স উদ্যোগ। এই ঋণ কার্যক্রম গবাদি পশু পালন, পোল্ট্রি চাষ, কৃষি, এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোগের জন্য সুবিধাজনক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সুফল ঋণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ:

সুফল ঋণ কার্যক্রম সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করে। এই কার্যক্রম দরিদ্র পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। নারীরা যখন অর্থ উপার্জন করতে পারে, তখন পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সুফল ঋণের মাধ্যমে কৃষকরা উন্নত প্রযুক্তি, কৃষি উপকরণ এবং সরঞ্জাম কিনতে সক্ষম হয়। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং কৃষি খাতের উন্নতি ঘটে। এই ঋণ গ্রহণ করে নারীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা এবং পরিবারের স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ করতে পারে, যা সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সুফল ঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটি নারীদের ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এর মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের এবং তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নত করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে এই খাতে ২০২৫ জুন পর্যন্ত ঋণস্থিতি প্রায় ৪ কোটি টাকা।

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে টার্গেট গ্রুপের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতি দরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ প্রভাষ্টের ঋণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। বুনিয়াদ প্রডাক্টটি অতিদরিদ্রদের জন্য সহজীকরণ ঋণ কর্মসূচী। সংস্থার বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কর্ম এলাকার অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমে সংগঠিত করে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ পরিচালনা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। সমাজের পিছিয়ে পড়া এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংকে বৃদ্ধিমূলক কাজ সম্পাদন করে স্বাবলম্বিতা অর্জন করবে তাই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে অতিদরিদ্র বুনিয়াদ প্রডাক্টে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ হলো ০.৪২ কোটি টাকা।

এলআরএল ও এলআরএল ফেজ-২ ঋণ কার্যক্রম

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র কর্মএলাকার ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' প্রদত্ত প্রণোদনা তহবিল হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃক ১.৭৫ কোটি প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ম-এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এলআরএল ও এলআরএল ফেজ-২ নামক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার যুব/ প্রশিক্ষিত তরুণ যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে। জুন ২০২৫ শেষে মাঠ পর্যায়ে এই খাতে মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ ০.২০ কোটি টাকা।

CMSME ঋণ কার্যক্রম

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র কর্ম এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' প্রদত্ত প্রণোদনা তহবিল হতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ১.০০ কোটি টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ম-এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সিএমএসএমই নামক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার যুব/ প্রশিক্ষিত তরুণ যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে।

গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম

দেশের দরিদ্র, অসহায় বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নদী ভাঙ্গনের শিকার, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী বাসযোগ্য গৃহের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম চাহিদানুযায়ী একটি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা অত্যান্ত কষ্টসাধ্য। এ প্রেক্ষিতে দারিদ্রপীড়িত গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান নির্মাণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি কল্যাণমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এরই প্রেক্ষিতে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্মএলাকার গৃহহীণ মানুষকে উক্ত ঋণের সুবিধা প্রদান করে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উক্ত ঋণের আওতায় ৩৯টি গৃহহীন পরিবারের মাঝে মোট ০.৯৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

সফল উদ্যোক্তা রওশন আরা বেগম

"যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, বিশ্বাস হৃদয়ে- হবেই হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে"। পৃথিবীতে যত মানুষকে সফল হতে দেখেছি তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অদম্য মানসিকতা এবং নিজের সক্ষমতার প্রতি অগাধ আত্মবিশ্বাস। প্রতিকূল পরিবেশে শক্তভাবে মনোবল অটুট রেখে সামনে এগুনোর চেষ্টা করতে পারে, তার উপরই নির্ভর করে চূড়ান্ত সফলতা। আমাদের আজকের উপস্থাপনার উপজীব্য এমনই একজন নারী, যিনি তাঁর নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল এবং স্বার্থক বটে। নাম তাঁর মোছাঃ রওশনারা বেগম। বৈবাহিক সূত্রে বর্তমান নিবাস দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার, নশরতপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বিন্যাকুড়ি গ্রামে। বাবার তিন সন্তানের মধ্যে সবার ছোট এবং একমাত্র বোন হওয়ায় ছিলেন অত্যন্ত আদরের। কিন্তু ভাগ্যের পরিক্রমায় প্রথম বিবাহিত স্বামীর ঘরে তাঁর সংসার টেকেনি। বিন্যাকুড়ি বাজার হতে পাশেই আলোকডিহি গ্রামে বাবার বাড়িতে যখন তাঁর এই দুর্বিষহ জীবন চলছিল ঠিক তখনই তাঁর কাছে প্রস্তাব আসে বিন্যাকুড়ি বাজারের ক্ষুদ্র চা ব্যবসায়ী স্ত্রী বিয়োগে কাতর মোঃ বাবলু মিয়া তাঁকে দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘরে তুলতে চান। বাবলু মিয়ার ঘরে তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর ০২ জন সন্তান আছে। কিন্তু সামাজিক অবহেলা, মানসিক অশান্তি, আর ভাইয়ের সংসারের বোঝা কমাতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও এই বিয়েতে তিনি সম্মত হন। আজ থেকে দশ বছর আগে ২০১৫ সালের মার্চ মাসের কোনো এক অপরাহ্নে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন এবং বধূবেশে আসেন দক্ষিণ বিন্যাকুড়ি গ্রামের বাবলু মিয়ার বাড়িতে। শুরু হলো রওশনারা বেগমের সংগ্রামী জীবনের। পরিবারের বড় সন্তানের বউ হিসেবে তাঁর গুরুদায়িত্ব পড়ে যায় সংসারের সকলের মন রক্ষা করে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপন করা। বিয়ের দুই বছরের মাথায় রওশনারা বেগম নিজেও পুত্র সন্তানের মা হন। প্রয়াত সতীনের সন্তানসহ এখন তাঁর দুই পুত্র এবং এক কন্যা। স্বামীর স্বল্প আয়ে শ্বাশুড়ীসহ ০৬ সদস্যের এই বড় সংসারে কোনভাবেই আর্থিক সংকুলান হচ্ছে না। স্বামী স্ত্রী দুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেও যখন কোনোভাবেই সাফল্য আসছে না, ঠিক তখনই রওশনারা বেগম ভাবলেন ব্যতিক্রম কিছু। তিনি স্বামীকে বোঝালেন একভাবে গতানুগতিকভাবে ব্যবসা চালিয়ে লাভবান হওয়া সম্ভব হবে না। দরকার প্রচলিত ধারণার বাইরে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এজন্য প্রয়োজন সামান্য কিছু পুঁজি এবং ভিন্নতর আয়োজন। তিনি চা'য়ের ব্যবসা বাদ দিয়ে হোটেল ব্যবসা শুরু করার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দিলেন। যেখানে ছোট পরিসরে, ঘরোয়া পরিবেশে ভাত, ডাল, ভর্তা, ছোটমাছ ও সবজি বিক্রি করা হবে। বাজারের হোটেলগুলিতে যেহেতু হাঁসের মাংস বিক্রি করা হয় না, তাই এই হোটেলে থাকবে বাড়িতে রান্না করা দেশী হাঁসের সুস্বাদু মাংস। কিন্তু এই হোটেল চালু করতে যে কিছু অর্থ লাগবে তার সংস্থান হবে কোথা হতে? সে এক রোমাঞ্চিত অধ্যায়!!!

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) সংস্থার প্রতি সম্পৃক্ততাঃ

"২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের ঘটনা। নিজের বাড়ির উঠানে কাজ করছিলেন রওশনারা বেগম। ঠিক এমন সময় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) সংস্থার একজন অফিসার পাশের বাড়ির হাছনা ভাবীর সাথে ঋণ বিষয়ক কি যানি কথা বলছিলেন। কিছুটা কাছে গিয়ে জানতে পারলেন, কাম টু ওয়ার্ক সিটিডাব্লিউ) নামক এক সংস্থা স্বল্প লাভে, সাপ্তাহিক কিস্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পে সদস্যদেরকে ঋণ প্রদান করে। ঐ মুহূর্তে কিছু না বললেও রাতে স্বামীকে জানালেন, পরের সপ্তাহে হাছনা ভাবীর মাধ্যমে কাম টু ওয়ার্ক সংস্থার ফিল্ড অফিসারকে ডেকে বিস্তারিত জেনে ভর্তি হলেন চিরিরবন্দর শাখার গজরাজ মহিলা সমিতিতে। প্রথম দফায় তাঁকে ঋণ দেয়া হলো হোটেল ব্যবসা প্রকল্পে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা।

এই টাকা এবং নিজের জমানো কিছু টাকা সহ বিন্যাকুড়ি বাজারে নতুন একটি টিনশেড ঘর ভাড়া নিয়ে কেনা হলো ০২/০৩টি টেবিল চেয়ার, রান্নার হাড়ি পাতিল ও উপকরণ। শুরু হলো রওশনারা বেগমের উদ্যোক্তা হওয়ার নতুন মিশন। রওশনারা বেগম নিজ হাতে অত্যন্ত যত্নসহকারে মনের মাধুরি মিশিয়ে প্রত্যেকটি রান্না করেন। হোটেলে আগত খাদ্যপ্রেমিরা খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেন সেইসাথে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই হোটেলের খাবারের সুনাম। গরম ভাত, ছোট দেশি মাছের তরকারী ডালের সাথে এই হোটেলের বিশেষ আকর্ষণ দেশী পাতি হাঁসের স্পেশাল মাংস। সিডিউল অনুযায়ী কিস্তি প্রদানের সুনামের জন্য ২য় দফায় সিটিডাব্লিউ কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে রওশনারা বেগমকে একই প্রকল্পে ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করে। পাশাপাশি সংস্থার কর্মকর্তাগণ ব্যতিক্রমী এই খাবারের জন্য প্রশংসা করেন, পরামর্শ দেন ডেকোরেশন পরিবর্তন এবং ব্যাপক প্রচারের। সাপোর্ট হিসেবে সংস্থার তরফ হতে প্রদান করা হয় এসএমএপি (কাম টু কর্পোনেন্ট) হতে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিশেষ ঋণ। সংস্থার এই সহযোগিতা রওশনারা বেগম এবং তাঁর স্বামী বাবলু মিয়ার মধ্যে নতুন কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করে। তাঁরা ব্যবসা পরিচর্যা এবং সম্প্রসারণে মনযোগী হন। ইতিমধ্যেই তাদের হোটেলের হাঁসের মাংসের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের গ্রাম, হাটবাজার, উপজেলা, জেলাসহ পার্শ্ববর্তী অনেক জেলায়। প্রতিদিন দিনাজপুরের বাইরে রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট এমনকি সম্প্রতি রাজশাহী জেলা হতেও মাইক্রোবাস ভাড়া করে ভোজন রসিকগণ আসেন বাবলু মিয়ার এই হোটেলে হাঁসের মাংস খেতে। একে একে ৩য় ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ দফা শেষে সম্প্রতি ১৫.০৫.২০২৫ ইং রওশনারা বেগম ৭ম দফায় হোটেল ব্যবসা খাতে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। হোটেলের জায়গা না বাড়লেও খাবারের পদ, পরিমাণ ও কোয়ালিটি বেড়েছে বহুগুণ। বর্তমানে রওশনারা বাবলু দম্পতির প্রতিষ্ঠিত ভাতের হোটেলে প্রতিদিন শুধুমাত্র হাঁসের মাংসই বিক্রি হয় প্রায় ৬০-৭০ কেজি। এছাড়া ব্রয়লার মুরগীর মাংস, খাসি, বিভিন্ন প্রকার মাছ তো আছেই। জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে সততা, আন্তরিকতা, ব্যতিক্রমী আয়োজন এবং কঠোর পরিশ্রমের যে বিকল্প নাই সেটা রওশনারা বেগম ভাল করেই জানেন।

বর্তমান অবস্থাঃ

আগের টিনশেড ঘরটি ছেড়ে বর্তমান রওশনারা বাবলু দম্পতির হোটেল দ্বিতীয় তলা ভবনের আধাপাকা ঘর উঠেছে। হোটেলে একাধিক পদের মাংস ও মাছের পাশাপাশি সুবর্ণা হোটেলের স্পেশাল হাঁসের মাংস তো আছেই। ব্যবসার লাভ হতে ইতোমধ্যেই বিন্যাকুড়ি বাজারের পাশেই ১৪ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন। যেখানে নিজস্ব ভবন করে ব্যবসা সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা আছে। রওশনারার প্রয়াত সতীনের ছেলেকে ০১টি মাইক্রোবাস কিনে দেন। যা সে নিজেই চালিয়ে বাবার পুঁজি বৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন। সতীনের মেয়েটিকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। রওশনারার নিজের সন্তান বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালিত রওশনারা বেগমের হোটেলে বর্তমানে সার্বক্ষণিক ০৬ জন শ্রমিক নিয়োজিত। এছাড়া মৌসুমি এবং দৈনিক ভিত্তিতে আরও ০২-০৩ জন শ্রমিক কাজ করেন। বাড়িতে হাঁস মুরগি পালনেও রওশনারা বেগম প্রতিবেশিদের মধ্যে রোল মডেল। কর্মচারীর বেতন, দোকানভাড়া, বিদ্যুৎবিল সকল ব্যয় বাদ দিয়ে বর্তমান রওশনারা দম্পতির বাৎসরিক আয় প্রায় ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা। যা দিয়ে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য বিস্ময়ী রওশনারা বেগম ও তাঁর স্বামী মোঃ বাবলু মিয়ার সরল স্বীকারোক্তি- " কাম টু ওয়ার্ক সংস্থা এগিয়ে না এলে, বিভিন্ন পরামর্শ সহায়তা না পেলে একা আমার পক্ষে এই পর্যন্ত আসা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। আমার উন্নয়নের নেপথ্যে কারিগর অবশ্যই "কাম টু ওয়ার্ক " এবং এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আমি তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

কৃষি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্স এর ভূমিকা

কৃষি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্স একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। কৃষকদের অনেক সময় বড় ঋণ গ্রহণের সামর্থ্য থাকে না এবং প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে থাকে, তাই মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম তাদের জন্য একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে কাজ করে। মাইক্রোফিন্যান্সের ঋণের মাধ্যমে কৃষকরা ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বীজ, সার, এবং অন্যান্য খরচ মেটাতে পারে। এর ফলে তাদের কৃষিকাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং আয় বাড়ে।
কৃষি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্সের ভূমিকা:

১. কৃষি ঋণ প্রদান

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে, যা তারা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে এবং জমির উন্নয়ন করতে ব্যবহার করতে পারে। কৃষকদের মৌসুমি খরচ যেমন বীজ, সার, কীটনাশক, এবং সেচ ব্যবস্থা মেটাতে এই ঋণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২. কৃষি সরঞ্জাম কেনার সুযোগ

অনেক ক্ষুদ্র কৃষক উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তির অভাবে উৎপাদনে পিছিয়ে থাকে। মাইক্রোফিন্যান্স ঋণের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি সরঞ্জাম কিনতে সক্ষম হয়, যা তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে এবং কাজের সময় কমাতে সহায়তা করে।

৩. সেচ ও জমির উন্নয়নে সহায়তা

মাইক্রোফিন্যান্সের ঋণ ব্যবহার করে কৃষকরা তাদের সেচ ব্যবস্থা উন্নত করতে পারে, যেমন পাম্প, টিউবওয়েল ইত্যাদি কেনা বা জমির উন্নয়নের কাজ করা। এর ফলে তারা জল সংকট কাটিয়ে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।

৪. ফসলের বৈচিত্র্যকরণ

মাইক্রোফিন্যান্স কৃষকদের নতুন ফসল চাষে উৎসাহিত করে। ঋণের মাধ্যমে কৃষকরা একাধিক ধরনের ফসল চাষ করতে পারে, যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং একক ফসলের উপর নির্ভরতা কমায়। এর ফলে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আসে এবং কৃষকদের আয়ের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

৫. কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ

মাইক্রোফিন্যান্সের মাধ্যমে কৃষকরা কেবল চাষাবাদ নয়, বরং কৃষি ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করতে পারে, যেমন দুধ, মাছ বা পোল্ট্রি খামার। এর মাধ্যমে তাদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয়।

৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান বৃদ্ধি

অনেক মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান ঋণের পাশাপাশি কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এতে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি, ফসলের নতুন জাত এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ে, যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৭. ফসল পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

ফসল কাটার পর সংরক্ষণ ও বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য মাইক্রোফিন্যান্স কৃষকদের সহায়তা করে। এটি ফসলের ক্ষতি কমায় এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পেতে সহায়ক হয়।

৮. আয় এবং জীবনমানের উন্নয়ন

মাইক্রোফিন্যান্স কৃষকদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করতে সাহায্য করে। ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তারা আরও ভালো ফসল উৎপাদন করতে পারে, যা তাদের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডব্লিউ) মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে কৃষকদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করে এবং তাদের জীবিকা উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষিতে বছরব্যাপী আরও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ার প্রেক্ষিতে এই সেক্টরে কর্মরত বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবিকার তাগিদে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে স্থানান্তর হয়ে থাকে আর এটি কৃষির উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কৃষির উন্নয়নে তাই এখনই সমন্বিত কার্যকর পদ্ধতি গ্রহনের প্রয়োজন। এজন্য দরকার দরিদ্র এবং মাঝারি কৃষকদের জন্য প্রণোদণামূলক হ্রাসকৃত মূল্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্ভর যান্ত্রিক সরঞ্জাম হস্তান্তর করে যুগোপযোগী চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ। চাহিদানুযায়ী পুঁজির যোগান এবং কৃষির সাথে সম্পর্কিত সকলকে সংগঠিতকরণ। আশার কথা আজ বছরান্তে বিভিন্ন অর্থকরী শস্য বা নানা জাতীয় ফসল, সবজী, মসলা জাতীয় ফসলাদী এবং ফল উৎপাদনে গ্রামীণ কৃষক উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম কৃষি সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক সংস্থান এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করার মাধ্যমে। এর ফলে কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে এবং কৃষি উৎপাদনে স্থায়িত্ব আসে, যা সমগ্র অর্থনীতির জন্য সহায়ক।

মৎস্য চাষে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম

মৎস্য চাষে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষীদের জন্য। মাইক্রোফিন্যান্সের মাধ্যমে চাষীরা অর্থনৈতিক সহায়তা পায়, যা তাদের মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এবং তাদের জীবিকা উন্নত করতে সহায়তা করে।

মৎস্য চাষে মাইক্রোফিন্যান্সের ভূমিকা:

১. ঋণের সুবিধা

মৎস্য চাষীরা মাইক্রোফিন্যান্সের মাধ্যমে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এই ঋণ তারা মাছের খাদ্য, পোনা মাছ, স্বাস্থ্যসেবা, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতে ব্যবহার করতে পারে। ফলে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২. সেচ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন

মাইক্রোফিন্যান্সের সহায়তায় মৎস্য চাষীরা উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং পুকুর বা জলাশয় নির্মাণে বিনিয়োগ করতে পারে। এটি মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

৩. প্রযুক্তির গ্রহণ

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা পাওয়া যায়। চাষীরা আধুনিক মৎস্য চাষের প্রযুক্তি, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে জানতে পারে, যা তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৪. বিপণন ও বাজারের সংযোগ

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম মৎস্য চাষীদের বাজারে পণ্যের বিপণনের জন্য সহায়তা করতে পারে। তাদের উৎপাদিত মাছের সঠিক মূল্য পাওয়ার জন্য বিপণন কৌশল ও নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে পারে, যা তাদের আয় বাড়ায়।

Sector Wise Loan Disbursement

৫. দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা

মৎস্য চাষের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর ফলে ক্ষুদ্র চাষীরা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারে। মাইক্রোফিন্যান্সের সাহায্যে তারা মাছ চাষের সাথে অন্যান্য আয়ের উৎস তৈরি করতে পারে, যা তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

৬. নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ

মৎস্য চাষে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় সমাজে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। চাষীদের দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রম স্থানীয় যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, যা এলাকার আর্থিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের জন্য বিশেষ ঋণ প্রদান করে। এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে বহু মৎস্য চাষী আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে এবং তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। মৎস্য চাষে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, যা মৎস্য চাষীদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও উন্নত প্রযুক্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা হয়।

লাইভ স্টোক ও পোল্ট্রি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্স এর ভূমিকা

লাইভস্টক (গবাদি পশু) এবং পোল্ট্রি (পালিত পাখি) সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্সের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতগুলোর মাধ্যমে ছোট খামারিরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করতে এবং স্বাবলম্বী হতে পারে। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো এই খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করে।

লাইভস্টক ও পোল্ট্রি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্সের ভূমিকা:

১. ঋণের সুবিধা

মাইক্রোফিন্যান্সের মাধ্যমে কৃষকরা সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারে, যা তারা গবাদি পশু বা পোল্ট্রি কেনা, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, এবং অন্যান্য খরচ মেটাতে ব্যবহার করতে পারে। এটি তাদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য একটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

২. সরঞ্জাম ও অবকাঠামোর উন্নয়ন

ঋণ নিয়ে খামারিরা তাদের খামারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারে, যেমন ঘর, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, এবং সেচ ব্যবস্থা। এর ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩. প্রযুক্তি গ্রহণ

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নত পশু পালন ও পোল্ট্রি খামারের জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে তারা উৎসাহিত হয়, যা তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

৪. স্বাস্থ্যসেবা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

লাইভস্টক এবং পোল্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে সাহায্য পাওয়া যায়। খামারিরা ঋণ নিয়ে পশুদের ভ্যাকসিনেশন এবং চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে, যা তাদের ক্ষতির সম্ভাবনা কমায়।

৫. বাজার সংযোগ

মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষকদের বাজারে তাদের পণ্যের বিপণনের জন্য সহায়তা করে। এটি খামারিদেরকে সঠিক মূল্য পেতে সহায়তা করে এবং তাদের আয় বাড়ায়।

৬. দারিদ্র্য বিমোচন

লাইভস্টক ও পোল্ট্রি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে খামারিরা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাদের আয় বাড়ানোর মাধ্যমে পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং তারা সামগ্রিকভাবে আরও স্বাবলম্বী হয়।

৭. স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন

লাইভস্টক এবং পোল্ট্রি খাতে বিনিয়োগ স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। খামারিদের উদ্যোগ স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, যা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

লাইভস্টক ও পোল্ট্রি সেক্টরে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি খামারিদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা তাদের উৎপাদন বাড়াতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয় এবং সমাজে উন্নতি সাধিত হয়।

সদস্য কল্যাণ তহবিল
Members Welfare Fund (MWF) Services

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র সেবামূলক দিকসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো সদস্য কল্যাণ তহবিল। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচী পরিচালনায় সবসময়েই নানারকম বাধা-বিঘ্ন বা ঝুঁকি থেকে যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি হচ্ছে ঋণী বা অভিভাবকের আকস্মিক মৃত্যু। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই মৃত্যু ঋণীর পরিবারটিকে কঠিন ঝুঁকির মুখে ফেলে। ঋণীর মৃত্যুর ফলে পরিবারের আয় হটাৎ করে বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা কমে যায়, পড়ে এক অনিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে। তাঁর ঋণ ও সঞ্চয় ঝুঁকির মধ্যে পড়ার ফলে সে অর্থনৈতিক চাপে পড়ে। ঋণীর/ অভিভাবকের আকস্মিক মৃত্যু শুধুমাত্র ঋণীর পরিবারকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে না ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও তহবিলের ক্ষতি হিসাবে তা বিরাট ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে কাম টু ওয়ার্ক এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সংস্থা ও ঋণী দুই পক্ষের সুবিধার জন্যই জীবনের নিরাপত্তামূলক বিনিয়োগ জাতীয় নিরাপত্তা ফান্ড গঠন করে। তহবিলের নাম দেয়া হয় "Members Welfare Fund (MWF)" বা "সদস্য কল্যাণ তহবিল"। ঋণীর আকস্মিক মৃত্যু জনিত ঝুঁকিতে ঋণস্থিতি মওকুফের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই ফান্ডটি গঠিত।

MWF তহবিল কার্যক্রম সকলের যৌথ অবদানে দু-একজনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায় এমনই একটি তহবিল ব্যবস্থা। ভবিষ্যতের অনাগত ঝুঁকি লাঘবে নিশ্চিত অবলম্বন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে প্রশান্তি বয়ে আনে, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী হয়। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রবর্তিত MWF তহবিল কার্যক্রম ঋণীর সদস্যগণের মৃত্যুজনিত ঋণ ঝুঁকি নিরসন করে, জনকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল হয়।

ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এই কার্যক্রমের সুবিধাভোগী। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের সকল ঋণী সদস্য MWF এর আওতাভুক্ত হয়ে সুবিধাসমূহ পেয়ে আসছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে MWF সাফল্যের সাথে প্রোগ্রামের ঋণীর আকস্মিক মৃত্যু জনিত সমস্যাগুলির সমাধান করে আসছে। MWF এর আওতাভুক্ত হতে ঋণ বিতরনের পূর্বেপ্রতি ঋণীর হাজারে ১% হারে প্রিমিয়াম জমা করা হয়। ঋণ পরিশোধের পর MWF মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কোন ঋণী/ অভিভাবকের মৃত্যু হলে MWF তহবিল হতে আৎক্ষণিক মৃত ব্যক্তির দাফন- কাফনের জন্য = ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা পরিবারের সদস্যদের হাতে প্রদান করা হয় এবং মৃত্যুর দিন হতে ঋণীর/ অভিভাবকের ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা করা হয়। ঋণীর মৃত্যু ছাড়াও ঋণের বিনিয়োগকৃত প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা নষ্ট হলে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ওডি বকেয়াকারীর বকেয়া টাকা ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পের আওতায় MWF হতে পরিশোধ করা হয়। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জটিল কোন রোগে কর্মক্ষম হয়ে যাওয়া, আকস্মিক দুর্ঘটনার স্বীকার সদস্য বা সদস্যর স্বামী ও ঋণ পরিশোধে সামর্থহীন বকেয়াকারীর বকেয়া টাকাও ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পের আওতায় MWF হতে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে MWF তহবিলে ৮.০৩ মিলিয়ন টাকা জমা করা হয়েছে এবং তহবিল হতে ৪.৯৩ মিলিয়ন টাকা মৃত্যুজনিত সদস্যদের ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে MWF তহবিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮.৭৯ মিলিয়ন টাকা।

সিটিএল-গ্রন্থাগার

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর নিজস্ব উদ্যোগে ২০০৮ইং সালে এলাকার জনগণের বিনোদন ও জ্ঞানের ভান্ডার প্রসারিত করার জন্য সিটিএল গ্রন্থাগার স্থাপন করে। এই গ্রন্থাগার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তালিকা ভুক্ত হয়েছে। তালিকা ভুক্তি নম্বর জাগ্রকে/০৩৩৫ তারিখ ০১/১০/২০১৯ইং। এখানে দৈনিক পত্রিকা সহ বিভিন্ন ধরনের বই আছে। এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, মধ্য বয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিসহ সকল পেশার মানুষ এখানে বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য আসে। সবাই তাদের চাহিদা মত নিয়মিত বই ও পত্রিকা পড়েন এবং অনেক সময় বই পড়ার জন্য রেজিষ্টার লিখে বাড়িতেও নিয়ে যায়। গ্রন্থাগারে ছোটদের ছড়া, কবিতা, গল্প, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলন, ভ্রমন, বিজ্ঞান বিষয়ক, এনজিও বিষয়ক, সব্জি চাষ, মাছ চাষ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক এবং ভেষজ ও ঔষধী বিষয়ক সর্বমোট প্রায় ৯৬৭টি বই আছে। এই সকল বই জাতীয় গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সিটিএল গ্রন্থাগার এ পর্যন্ত সরকারী (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) অনুদান হিসাবে ২৪৮,৩৯৯/-(দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিনশত নিরানব্বই) টাকা গ্রহণ করেছে। সিটিএল গ্রন্থাগার (২০২৩-২০২৪) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র হতে ২২,৫০০/- নগদ টাকা ও ২২,৫০০/- টাকার বই প্রাপ্তি হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র হতে ৩৩,৫৫০/- টাকা নগদ প্রাপ্ত হয়। যা লাইব্রেরীর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে প্রায় সব বয়সের পাঠকগণ বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য আসে।

অটোমেশন কার্যক্রম

অটোমেশন কার্যক্রম সংস্থার শ্রম ও সময় হ্রাসে সহায়ক। তাৎক্ষণিক মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে সংস্থার প্রতিটি শাখা, এরিয়া এবং প্রধান কার্যালয়ে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল-স্তরে কার্যক্রমটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। কার্যক্রমের স্বীকৃতি-স্বরূপ সংস্থার হিসাব ও ব্যবস্থাপকীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য-প্রদান, মনিটরিং ও সুপারভিশন, কর্মী পরিচালনা, দ্রুত সেবা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সহজতর করেছে। ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়ক শক্তি। সেবামূলক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর ব্যবহার আমূল সুবিধা বয়ে আনছে। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) সর্বদাই তথ্য সংরক্ষণ ও আদান প্রদানে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে চলছে। বর্তমানে সংস্থার হিসাব-নিকাশ (AIS: Accounting Information System) ও ব্যবস্থাপকীয় (MIS: Management Information System) তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে গ্রামীণ কমিউনিকেশন এর জি-ব্যাংকার সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি মূলত অন-লাইনভিত্তিক সফটওয়্যার। দ্রুত সেবা প্রদান, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও যোগাযোগ সহজতর করণে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

সেমিপাকা টয়লেট উদ্বোধন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা খাতুন।

দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে ছাগল বিতরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বিগত ২০০৭ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে আসছে। এর মধ্যে আদিবাসীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য থাকার ৬৪টি ঘর তৈরী (পিলার ও টিন যুক্ত) ২টি গণ শৌচাগার তৈরী ও সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এই প্রকল্পের সহযোগিতায় কর্ম এলাকার দরিদ্র ২০ জন বেকার যুবককে ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে জীবিকা অর্জনের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ২০টি টুলস বক্স প্রদান করা হয়। আর বর্তমান প্রকল্প শেষে স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কর্ম এলাকার ৪টি বাজারে গণ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। যেখানে হাজার হাজার লোক স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত রয়েছে। গত ২০০৭ হতে জুন, ২০২৪ইং পর্যন্ত অত্র সংস্থা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন এর জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন সময় সাধারণ প্রোগ্রামে ২৩,৭৫,০০০/- টাকা ও বিশেষ প্রোগ্রামে ১২,০০,০০০/- টাকা সর্বমোট ৩৫,৭৫,০০০/- টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা গ্রহণ করে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ২নং মন্মথপুর ইউনিয়নে ছাগল পালন প্রকল্প বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় অত্র সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৩,০০,০০০/- টাকার অনুদান কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নিকট হতে গ্রহণ করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে জন প্রতি ২টি করে মোট ৪০টি ছাগল বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৯০% বাড়িতে ছাগল রয়েছে এবং উপকার ভোগীর নিজ বাড়িতে ছাগল পালন করে কিছু ছাগলের মালিক হয়েছেন। এ ছাড়াও তারা অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করেছেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিশেষ প্রোগ্রাম হিসেবে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণের জন্য অত্র সংস্থা ৫০০,০০০/- টাকা প্রাপ্তি হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে ১৫টি পরিবারকে একটি করে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ করে দেওয়ার হয়। বর্তমানে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিশেষ বরাদ্দ হিসাবে আরও ০২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। উক্ত টাকার মাধ্যমে আরও ১৬টি সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ করে দেওয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

লেপ্রসি প্রজেক্টঃ Meaningful Youth Participatio n for children & Youth with Disabilities/ affected With Leprosy)

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের কুষ্ঠরোগ ও প্রতিবন্ধিতাকে ঘিরে এখনও রয়েছে নানা রকমের কুসংস্কার, ভয় এবং অজ্ঞতা। বিশেষ করে পার্বতীপুর উপজেলার রামপুরা ও পলাশবাড়ী ইউনিয়নের মত পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক ভাবে একঘরে করে রাখা হয় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত অবহেলা, লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হন এভাবে তারা জীবন যাপন করে চলে আসছে দিনের পর দিন ধরে। এমওয়াই প্রকল্প এর মোট ইয়ুথ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন নারী ১৯ জন এবং এবং পুরুষ ১১ জন এদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ১৫ জন ও ল্যাপ্রসী ১৫ জন। ল্যাপ্রসী সনাক্তকরন প্রক্রিয়া চলমান এখন পর্যন্ত ৩জন ল্যাপ্রসী সনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নারী ২জন এবং পুরুষ ১জন।

দ্যা মিনিংফুল পার্টিসিপেশন এন্ড ইনক্লুশন অফ চিল্ড্রেন এ্যান্ড ইয়ুথ ডিজাবিলিটিস্ ইন অল ডোমেইন অব সিবিআর

The Meaningful Participation and inclusion of children and youth Disabilities in all domain of CBR.

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ১৯৯৭ সাল হতে নিজস্ব উদ্যোগে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার কর্ম এলাকার প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রতিবন্ধী মানুষের সেবা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দাতা সংস্থা লিলিয়ান ফন্ডস'র ও সিডিডি এর অর্থায়নে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন ১নং বেলাইচন্ডি, ২নং মন্মথপুর, ৫নং চন্ডিপুর, ৬নং মোমিনপুর, বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীদের যেমনঃ অটিজম, শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, বাক্, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি, সেরিব্রাল পালসি, বহুমাত্রিক, ডাউন সিনড্রোম ও লেপ্রসি প্রতিবন্ধী উক্ত প্রজেক্ট'র মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা সেবা প্রদানের কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকায়ন, সামাজিক ও ক্ষমতায়ন। মোট উপকারভূগীর সংখ্যা ৫০০ জন। বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবন্ধীদের সহায়তার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের শতকরা ১০ ভাগ মানুষ নানা ভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার। তাদের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে না আনা হলে শতভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বে-সরকারী সংস্থাও এক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখছে না। সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত সচেতনতামূলক মিটিং, প্রতিবন্ধিতার ধরণ, কারণ ও প্রতিরোধ, গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা বিষয়ে সমাজের মানুষকে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও সেমিনার চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী অভিভাবকদের প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করণ, রেফারেল লিংকেজ ও শিশুর যত্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সুনিশ্চিত করনে মতবিনিময় সভা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে কোচিং ফি প্রদান ও প্রতিবন্ধী আইন বিষয়ক শেয়ারিং মিটিং নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে কিভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরা যায় এ বিষয়ে এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে লবিং মিটিং করা, আইজি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা সহ, থেরাপী সেবা প্রদান ও শিশুদের সেবা পড়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিশুদের সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনুদান পেতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দিবস উৎযাপনসহ প্রতিবন্ধী ও অভিভাবকদের নিয়ে সংগঠন তৈরী করা হয়েছে এবং

সেই সঙ্গে সারা বিশ্বের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তাদের জীবন মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের দক্ষতাবৃদ্ধি, পরিবারে ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত স্কুল মুখীকরে গড়ে তোলা আত্মনির্ভশীল হয়ে উঠার জন্য পরিবারের অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত ফিজিও থেরাপী সেবা প্রদান করা হয়। একাজে নিয়োজিত কর্মীদের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি সংস্থার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সুশিল সমাজ, কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে কৃপণতা করছেন না। সমাজ চায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখুক।

কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ)

তহবিলের চেয়ারপার্সন এর সাথে কমিটির সদস্যদের মিটিং এর একাংশ।

জীবনের পড়ন্ত বিকেলে, শারীরিক কর্মক্ষম সময়ে নিজেকে স্বচ্ছল রাখতে সঞ্চয়ের বিকল্প নেই। যেহেতু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অবসর উপলক্ষ্যে পেনশন বা এককালীন কোন অর্থ পাওয়া যায় না, তাই শেষ জীবনের আর্থিক অভাব মোচনের লক্ষ্যে নিজেদের বেতনের ১০% অংশ ও সংস্থার দেওয়া ১০% অংশ সঞ্চয় করে রাখতে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ১৯৯০ সালে কর্মী কল্যাণ তহবিল গঠন করে যা বর্তমানে কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) তহবিল নামে পরিচালিত হয়ে আসছে। তহবিলটি পরিচালনার জন্য একটি পৃথক পলিসি রয়েছে, যার আওতায় প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন কমিটি গঠিত হয়। কর্মীদের মধ্য হতে ৫জন এবং পদাধিকার বলে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোট ৭ সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কর্মীদের বিশেষ প্রয়োজনে এই তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন। নতুন কর্মীর চাকরি স্থায়ী হলে এই তহবিলের সদস্য পদ লাভ করবেন। চাকুরির বয়স ২ বছর উত্তীর্ণ হলে নিজস্ব সঞ্চয়ের ৮০% টাকা ১ বছর মেয়াদে ৮% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ও চাকুরীর বয়স ৬ বছর পূর্ণ হলে নিজস্ব সঞ্চয়ের ৯০% টাকা ২ বছর মেয়াদে ৯% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে এবং চাকুরীর মেয়াদ ১০ বছর পূর্ণ হলে নিজস্ব সঞ্চয়ের ৯৫% টাকা ৫ বছর মেয়াদে ৯% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। বছর শেষে আয় ও ব্যয় নির্ণয় পূর্বক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সঞ্চয়ের উপর সমানভাবে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর নিজস্ব পরিচিতি ও ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তোলা এবং কর্মীদের সংস্থা থেকে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে শূন্য হাতে না যেয়ে সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) তহবিল গঠন করা হয়। দীর্ঘ দিন সংস্থায় কাজ করার ফলাফল হিসেবে প্রতিটি কর্মী চলে যাওয়ার সময় কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ)'র নীতিমালা অনুযায়ী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিজস্ব সঞ্চয়/ তহবিল হাতে পেয়ে থাকে। বেসরকারী সংস্থায় চাকরিরত কর্মীগণের পেনশন ভাতা পাওয়ার সুযোগ নাই। তাই সংস্থার কর্মরত কর্মীদের ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) তহবিল গঠন করা হয়। কর্মীগণ এই তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজ নিজ পারিবারিক সমস্যার সমাধান, আসবাবপত্র ও প্রসাধনী জিনিস পত্র ক্রয় করে থাকেন যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা, গাড়ী ক্রয়, জমি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, অলংকার ক্রয়, চাষাবাদ, জমি বন্ধক, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি। কর্মীগণ দীর্ঘ দিন সংস্থায় চাকরি করে চলে যাওয়ার সময় খালি হাতে না ফিরে কিছু হলেও একটা বড় অংকের টাকা নিয়ে যায়। যা দিয়ে অনেকে পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে সক্ষম হয়। উত্তর বঙ্গের অনেক সংস্থার মধ্যে এ ধরণের তহবিল পরিচালনায় তেমন কোন উদ্যোগ নাই। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ১৯৯০ সালে এ ধরণের মহৎ একটি কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) তহবিল পরিচালনা করে আসছে। গত জুন ২০২৪ সাল পর্যন্ত কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) তহবিলের মূলধন ছিল ১৩৩,১৬,২১৭/= টাকা মাত্র। জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫ সালে মোট ১১০ জন কর্মীর নিকট হইতে সঞ্চয় হিসাবে ২৬,৬১,৩৫০/- টাকা মাত্র অত্র তহবিলে জমা করা হয় এবং মোট ৩৯ জন কর্মী ভালো সুযোগ পেয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাদের সঞ্চয় মোট ২১,৪৩,৫৯২/- টাকা মাত্র ফেরৎ দেওয়া হয়। জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫ সালের আয় ও ব্যয় হিসাব করে এ তহবিলের প্রতিটি সকল জমাকৃত সদস্যের মোট সঞ্চয়ের উপর ৬.৫০% হারে মোট ৮,০৮,৫৫৩/- টাকা লভ্যাংশ প্রদান করার পর বর্তমানে জুন, ২০২৫ সালে সকল সদস্যের সর্বমোট ২৪৭,৯৮,৭৪৯/- টাকা মাত্র সঞ্চয় জমা রয়েছে। কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) তহবিলের মতো মহতী এই কার্যক্রম পরিচালনা করায় অনেক এনজিও পরিচালক, দাতা সংস্থা ও সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) তহবিলের কথা শুনে প্রশংসা করেন।

PKSF Funded Micro Finance & Other Program

Segmental Statement of Financial Position

As at 30 June 2025

Particulars	Notes	30-Jun-25										Amount in BDT	
		Micro Finance Program (MFP)	Other Program										
			General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	UPP	BNF	PRICD	MAPIs CBB	MYP	LAVAB	30-Jun-25	30-Jun-24
Assets													
Non-Current Assets :													
Property, Plant & Equipment	5.00	4,109,823	2,044,640	-	-	-	-	-	-	-	-	6,154,463	6,793,340
Total Non Current assets		4,109,823	2,044,640									6,154,463	6,793,340
Investments :													
Investments in FDR	7.00	34,024,382	22,806	-	-	-	-	-	-	-	-	34,047,188	31,628,857
Total Investments		34,024,382	22,806	-	-	-	-	-	-	-	-	34,047,188	31,628,857
Current Assets :													
Loans to Beneficiaries	8.00	481,526,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,526,110	404,906,238
Other Assets	9.00	2,015,982	200,000									2,215,982	830,132
Cash & Cash Equivalents	10.00	23,237,542	1,080,197	1,507,617	10,300	985	2,275	33,134	1,240,761	1,083,524	1,317	28,197,655	17,323,956
Total Current Assets		506,779,634	1,280,197	1,507,617	10,300	985	2,275	33,134	1,240,761	1,083,524	1,317	511,939,747	423,060,326
Total Assets		544,913,839	3,347,643	1,507,617	10,300	985	2,275	33,134	1,240,761	1,083,524	1,317	552,141,398	461,482,523
Capital Fund and Liabilities :													
Capital and Reserve	11.00												
Retained Surplus	11.01	114,752,175	2,378,643	1,507,617	10,300	985	2,275	33,134	1,240,761	1,083,524	1,317	121,210,734	102,852,608
Reserve Fund	11.02	12,750,242										12,750,242	11,217,994
Total		127,502,417	2,378,643	1,507,617	10,300	985	2,275	33,134	1,240,761	1,083,524	1,317	133,960,976	114,070,602

Head of Accounts

Executive Director

Chairperson

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Liabilities:													
Long Term Liabilities (PSSF) & Others	12.05	194,166,906	769,080	-	-	-	-	-	-	-	-	194,935,986	156,337,247
Total Long Term Liabilities		194,166,906	769,080	-	-	-	-	-	-	-	-	194,935,986	156,337,247
Current Liabilities	13.00	223,244,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,244,516	191,083,610
Total Current Liabilities		223,244,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,244,516	191,083,610
Total Capital and Liabilities		544,913,839	3,347,645	1,567,617	10,300	988	2,275	33,134	1,340,761	1,083,524	1,317	552,141,398	461,491,524

Head of Accounts

Executive Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Chairperson

PKSF Funded Micro Finance & Other Program

Segmental Statement of Income & Expenditure

For the year ended 30 June 2025

Particulars	30-Jun-25										Amount in BDT	
	Micro Finance Program (MFP)	Other Program										
		General fund	General Mother Accounts	Disable Program	CIIP	BNT	PRICD	MAPin CBR	MYP	LAFGH	30-Jun-25	30-Jun-24
Income:												
Fund Received		1,001,936	7,333,767		1,051,373	200,000		3,558,317	1,359,690		16,224,818	3,437,815
Service Charge Collection	91,103,257	-	-	-	-	-	-			-	91,103,257	77,759,464
FDR Interest	3,082,074	-	-	-	-	-	-			-	3,082,074	2,021,062
Seeds received from others sources/project		216,100									216,100	
School & Office rent received		370,657									370,657	-
Premium Provision of Expenses	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Other Income	923,014	526,036	27		1,288	1,976	1,027	2,193			1,511,563	976,051
Total Income	95,418,371	2,463,736	7,313,794		1,056,161	201,976	1,027	3,558,540	1,366,090		111,380,589	83,496,155
Expenditure :												
Service Charge Paid to PKSF	8,044,030	-	-	-	-	-	-			-	8,044,030	6,526,708
Service Charge Paid to Bank Loan	2,091,812										2,091,812	1,101,908
Service Charge Paid to BDF	64,286	-	-	-	-	-	-			-	64,286	82,571
Security Interest	210,511	-	-	-	-	-	-			-	210,511	64,806
Interest on Member's Savings	7,112,880	-	-	-	-	-	-			-	7,112,880	5,673,798
Expenditure	44,046,837	1,342,395	-	-	1,100,608	236,185	25,000	2,117,170	312,550	-	49,696,368	33,630,765
Others (VAT, TAX, Audit fee, Bank Charges)	454,459	21,774	1,011	500	-	34,325	614			104	510,921	1,188,259
LLP Expenses	14,063,555										14,063,555	14,782,998

Head of Accounts

Executive Director

Chairperson

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Rebate	2,545,169	-	-	-	-	-	-			-	2,545,169	2,452,682
Obsolete of Fixed Assets											-	-
Fund Transfer to Project Accounts	-	-	6,007,309	-	-	-	-			-	6,007,309	-
Income Tax Expense	1,345,544										1,348,544	-
Depreciation	482,886	186,588	-	-	-	-	-			-	669,474	777,868
Excess payment for motorcycle price adjust		18,750									18,750	
Total Expenditure	**80,396,676**	**1,291,595**	**6,008,226**	**690**	**1,100,608**	**456,408**	**25,614**	**1,317,779**	**312,566**	**104**	**92,910,276**	**72,708,342**
Income Over Expenditure	15,022,595	1,371,131	1,505,468	(690)	(51,447)	(254,432)	(24,587)	1,240,761	1,083,524	(104)	18,899,309	10,787,783
Total	**95,419,271**	**2,662,726**	**7,513,794**		**1,056,161**	**201,976**	**1,027**	**2,558,540**	**1,396,090**	-	**111,809,585**	**83,496,125**

Head of Accounts

Executive Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Chairperson

COME TO WORK [illegible]

[illegible]